গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ১৮ সংখ্যা | ২২ - ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

সুপ্রিম কোর্টের রায়

কাশ্মীরের জনগণের প্রতি অবিচার

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারে অনুমোদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি যে রায় দিয়েছে, তার প্রতিক্রিয়ায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১২ ডিসেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ৩৭০ ধারা বাতিলের অনুমোদন বাস্তবে কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সময় সেখানকার মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বিরোধী। এটা কাশ্মীরের মানুষের প্রতি অবিচার।

ভেতরের পাতায়

- সংসদীয় ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঃ ভি আই লেনিন - ৩
- জব কার্ড দুর্নীতিতে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিও কম যায় না - ৭
- জাতীয় সভ্যতা ও ইসলাম - ৫

কাশ্মীর উন্নয়নের চালচিত্র

বিদ্যুতের অভাবে অক্সিজেন পাচ্ছেন না রোগীরা

গুলাম মহম্মদ মির। শ্রীনগরের ৮৫ বছর বয়স্ক এই মানুষটি গত নভেম্বর মাসে মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে এসেছেন। কাশ্মীরে এখন দিনে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা করে বিদ্যুৎ থাকে না। অথচ মহম্মদ মির একজন সিওপিডি রোগী। প্রায় সারাক্ষণই তাঁর অক্সিজেন লাগে। অক্সিজেন তৈরির মেশিন চালাতে বিদ্যুৎ প্রয়োজন। অবশ্য শুধু মিরই নন, কাশ্মীর জুড়ে এমন শত শত রোগী আছেন যাদের হয় সর্বক্ষণ, না হয় বেশির ভাগ সময় অক্সিজেন লাগে। এঁদের প্রায় সকলকেই নিজ খরচে চিকিৎসা চালাতে হয়। চেন্নাইয়ে ব্যবসা করা সামি মির হিন্দু পত্রিকার সংবাদিককে জানিয়েছেন, 'ডাক্তারবাবু আমার বাবাকে সারাক্ষণ অক্সিজেন দিতে বলেছেন। আধঘণ্টার জন্যও অক্সিজেন বন্ধ হলে তাঁর মৃত্যু হবে। আমাদের একটি বিদ্যুৎচালিত অক্সিজেন তৈরির মেশিন আছে। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহের এই দুরবস্থা যেন আমার বাবাকে সারাক্ষণ মৃত্যুভয় দেখিয়ে চলেছে। অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে মাঝে মাঝেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি, এই বোধহয় বাবাকে হারালাম। বাবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে আমাকে প্রায়ই ব্যবসার কাজ ছেড়ে কাশ্মীরে ছুটে যেতে হয়।' এমনই আর একজন সিওপিডি রোগী এম ওয়াই কুরেশিকে বিদ্যুতের অভাবের কারণে লালবাজারে তাঁর নিজের বাড়ি থেকে সরিয়ে জম্মুর সমতল এলকায়, যে এলাকাটা কাশ্মীরের থেকে কিছুটা বেশি গরম— নিয়ে গিয়ে রাখতে হয়েছে।

কাশ্মীরের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন যেখানে ২ হাজার মেগাওয়াট,

দুয়ের পাতায় দেখুন

পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম-২ ব্লকে এড়াল ও ভালকি অঞ্চলে বোরো চাষে সেচের জলের দাবিতে ৫ ডিসেম্বর জেলাশাসক দপ্তরে 'কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির' বিক্ষোভ

ন্যাশনাল মিউজিয়াম সরাতে এই তৎপরতা কী উদ্দেশ্যে

বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামকে অন্যত্র সরানোর কথা ঘোষণা করেছে। এটি বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রজেক্ট 'সেন্ট্রাল ভিস্টা'র জমিতে অবস্থিত। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৩১ মার্চের মধ্যেই মিউজিয়াম স্থানান্তর সম্পূর্ণ করতে সংগ্রহশালার ২ লক্ষ ১০ হাজার প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু ও হস্তশিল্পকে সরানো হবে। অর্থাৎ আগামী বছর সাধারণ নির্বাচনের আগেই এগুলি সরানোর কাজ শেষ করা হবে। হঠাৎ মিউজিয়াম সরানোর এই পরিকল্পনা কেন? কারণ ওই স্থানে 'যুগে যুগীন ভারত' নামে অন্য একটি নতুন মিউজিয়াম স্থাপন করা হবে। সরকারের এই ঘোষণা দেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে আশঙ্কা ও নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

জাতীয় সংগ্রহশালার ইতিহাস

জাতীয় সংগ্রহশালা 'ন্যাশনাল মিউজিয়াম' গড়ে ওঠার পেছনে একটি ইতিহাস আছে। ১৯৪৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মরিস গয়ারের নেতৃত্বাধীন কমিটি এই জাতীয় সংগ্রহশালার ব্লু প্রিন্ট প্রথম তৈরি করে। এরপর ১৯৪৭-৪৮ সালের শীতকালে ভারত ও ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় লন্ডনে ভারতীয় শিল্পের বিশেষত নির্বাচিত প্রাচীন হস্তশিল্পের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর সফল অভিজ্ঞতার পর সিদ্ধান্ত হয়, বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে সংগৃহীত এই ধরনের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুসমূহের প্রদর্শনী দিল্লিতেও আয়োজিত হবে। ১৯৪৯ সালে নতুন দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে যে প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয় তা অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে। এই প্রদর্শনী শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন ও কৌতূহল সৃষ্টি করে। ফলে উদ্যোক্তারা

এই বিশাল প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুগুলির স্থায়ী সংরক্ষণের জন্য দিল্লিতে একটি জাতীয় সংগ্রহশালা 'ন্যাশনাল মিউজিয়াম' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর জন্য বিভিন্ন রাজ্যের মিউজিয়ামগুলির এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহকারীদের কাছে ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু দান করার অথবা আপাতত দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। আবেদনে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মেলে এবং যাঁদের সংগ্রহে প্রত্নবস্তু ছিল তাঁদের অধিকাংশই ন্যাশনাল মিউজিয়ামের জন্য সেগুলি দান করেন।

১৯৪৯ সালে ১৫ আগস্টরাষ্ট্রপতি ভবনে এই জাতীয় সংগ্রহশালার

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও শিক্ষক

লেনিন মৃত্যুশতবর্ষে

সমাবেশ

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

বক্তা ঃ কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

কমরেড জয়সন জোসেফ

শহিদ মিনার ময়দান

২১ জানুয়ারি বেলা ১টা

মিউজিয়াম সরাতে তৎপরতা কেন

একের পাতার পর

সূচনা হয়। জাতীয় সংগ্রহশালা ভবনের অংশটি উদ্বোধন হয় ১৯৬০-এর ১৮ ডিসেম্বর। দ্বিতীয় পর্বটি সম্পূর্ণ হয় ১৯৮৯ সালে। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য উপায়ে বহু অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুসমূহকে সংগ্রহ করে ধীরে ধীরে এই সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। বর্তমানে এই সংগ্রহশালায় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর সংখ্যা দুই লক্ষাধিক। এর সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের বিগত পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল এর দেখভাল করতেন, বর্তমানে এটি ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের অধীন।

ইতিহাস বিকৃতি বিপদ বাড়াবে

বিজেপি-আরএসএস যে ভাবে ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে, তা মানুষের জানা। জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকরী করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 'ভারতীয় জ্ঞান প্রণালী' নামে একটি তথাকথিত নতুন ধারণা নিয়ে আসে। জ্ঞান প্রণালী অনুযায়ী এশিয়া মাইনর থেকে আর্যদের ভারতীয় ভূখণ্ডে পরিযানের ঐতিহাসিক তত্ত্বটি ভুল। ইতিমধ্যেই তারা সিন্ধু সভ্যতাকে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা নামকরণ করেছেন। সরস্বতী নামে এক কাল্পনিক নদীর অস্তিত্ব খুঁজে বের করবার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রিসার্চ প্রজেক্টে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। তারা প্রমাণ করতে মরিয়া যে, মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার সভ্যতা বৈদিক সভ্যতারই অঙ্গ। নচেৎ আর্যদের রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের কোনও 'স্পেশাল স্ট্যাটাস' থাকছে না। সে ক্ষেত্রে মুঘলেরা যেমন বাইরে থেকে এসে এ দেশের বাসিন্দা হয়েছে, আর্যরাও তেমন বলেই প্রমাণিত হয়। যেহেতু হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, তাই আরএসএস এবং সংঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাঁদের সুবিধামতো, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। যদিও প্রকৃত ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই সমস্ত উদ্ভট তত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়েই নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁরা জানেন এই সমস্ত প্রাচীন শিলালিপিগুলি ও প্রত্নতাত্ত্বিক হস্তশিল্পগুলির মূল্য কী? তাই তাঁরা আশাঙ্কা করছেন এগুলি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করতে গিয়ে যদি হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায় তা হলে ইতিহাসের পাতা থেকে একটি বড় অধ্যায় চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের ধরন দেখে এই আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এক বছরের কম সময়ে অতি দ্রুততায় ২ লক্ষাধিক অত্যন্ত প্রাচীন এবং মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক শিলালিপি, হস্তশিল্প ও বস্তু স্থানান্তরিত করতে চাইছে। অথচ এগুলি স্থানান্তরণের কাজ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, সূক্ষ্ম এবং কিছু কিছু বস্তুকে এমনকি স্পর্শও করা যায় না। যে কারণে ব্রিটিশ মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ ১১৫ মিটার লম্বা গ্যালারির দুই হাজার প্রত্নতাত্ত্বিক হস্তশিল্পকে স্থানান্তরের জন্য দু-বছর সময় নিয়েছিল। তাই এত তাড়াহুড়ো করে এত সংখ্যক দুর্মূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু ও হস্তশিল্পকে সরাতে গেলে তার ভবিষ্যৎ কী হবে, এটা ভেবেই আমাদের দেশের ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা আশঙ্কিত।

প্রাচীন ফলক বা হস্তশিল্পগুলি খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বছরের প্রাচীন পরিকল্পিত নগরকেন্দ্রিক সিন্ধু সভ্যতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। যে সভ্যতা গ্রামীণ ও জঙ্গলকেন্দ্রিক খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার থেকে ৬০০ বছরের প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও উন্নত। স্থানান্তরনের সময় এই সমস্ত প্রাচীন ফলক এবং হস্তশিল্প ও শিলালিপি যদি নষ্ট হয়, হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায় তা হলে সিন্ধুসভ্যতার দু'হাজার বছরব্যাপী প্রাচীন ইতিহাস হারিয়ে যাবে। বোধহয় আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তাব্যক্তিরা সেটাই চাইছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার এই আশঙ্কার ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ। এমনকি স্থানান্তরণের এই অন্তর্বর্তী পর্যায়ে মহামূল্যবান প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে, কোথায় রাখা হবে, সেখানে ইতিহাসবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষকদের দেখার বা গবেষণার সুযোগ হবে কি না, এ ব্যাপারে কোনও কিছু খোলসা করছে না, যা গভীর চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বদলে বিজেপি সরকার সংঘ পরিবারের ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আরেকটি নতুন মিউজিয়াম গড়ে তুলতে আগ্রহী, যা নাকি পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বহন করবে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'যুগে যুগীন ভারত'।

বিজেপির বিকৃত ইতিহাসবোধ আজ মানুষের সামনে স্পষ্ট। আরএসএস ও সঙ্ঘ পরিবারের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তৈরি 'যুগে যুগীন ভারত' মিউজিয়ামে তাঁরা কী রাখবেন তা এখনই পুরোটা বোঝা না গেলেও একটা বিষয় স্পষ্ট—তারা তাদের বিকৃত ইতিহাসকেই নানা মাধ্যমে সেখানে উপস্থিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

তাই অধ্যাপক ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার, আদিত্য ও মৃদুলা মুখার্জী, হরবংশ মুখিয়া, জোয়া হাসান, রামচন্দ্র গুহ প্রমুখ দেশের প্রায় আড়াই হাজার প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও শিক্ষাবিদ অত্যন্ত উদ্বেগ ও আশঙ্কা ব্যক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক আবেদনে বলেছেন, সরকারের এই পদক্ষেপে আমাদের বহু সাংস্কৃতিক সম্পদ চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সময়ের আহ্বান, দেশের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুগুলি যা আমাদের মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদ তাকে রক্ষা করা এবং দেশের সত্যিকারের ইতিহাসকে বাঁচানোর জন্য জনগণকে এবং শিক্ষাপ্রেমী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

কাশ্মীর উন্নয়নের চালচিত্র

একের পাতার পর

সেখানে নিয়মিত সরবরাহ রয়েছে ১২৫০ মেগাওয়াটের। এর মধ্যে কাশ্মীরে তৈরি হয় মাত্র ৫০-১০০ মেগাওয়াট। স্বাভাবিক ভাবেই ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছাড়াই থাকতে হয় কাশ্মীরের নাগরিকদের।

২০১৯-এর ৫ আগস্ট কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, এতে কাশ্মীরের মানুষের সুবিধাই হবে। সরকার তাদের জন্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবে। কাশ্মীরের বেকারদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করবে সরকার। এই ধারা প্রত্যাহার করার ফলে কাশ্মীরে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ হবে, যা কাশ্মীরকে একটি শিল্প-সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত করবে। কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসবাদ চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মানুষ স্বাধীন ভাবে বসবাস করতে পারবে এবং এ রকম আরও অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি।

তারপরে সাড়ে চার বছর পেরিয়ে গেছে। ঝিলম নদী দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। কী পেয়েছে কাশ্মীরের মানুষ? ন্যূনতম নাগরিক-প্রয়োজন বিদ্যুতের হাল আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ৪৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা করে বলেছিলেন, সবাই বিনিয়োগ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। শুধুমাত্র ৩৭০ ধারার জন্যেই তা সম্ভব হচ্ছে না। এখন আর কোনও বাধাই রইল না। বাস্তবে কাশ্মীরে কত বিনিয়োগ হয়েছে? তথ্য বলছে, বিনিয়োগ হয়েছে মাত্র ২ হাজার ৮৪৪ কোটি টাকা। নামমাত্র। কোনও শিল্পপতি-পুঁজিপতি বিনিয়োগের আগ্রহ দেখাননি।

সরকারি নিয়োগের প্রতিশ্রুতি সারা দেশের মতোই মিথ্যায় পর্যবসিত। সন্ত্রাসবাদ কিছুমাত্র কমেনি। বরং তাকে অজুহাত করেই জম্মু-কাশ্মীর আজ কার্যত এক সামরিক রাজ্যে পরিণত হয়েছে। গোটা কাশ্মীর আজ মিলিটারির বুটের তলায়। রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে ২০১৮ সাল থেকে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের অফিসগুলি তালাবন্ধ। তালাবন্ধ খবরের কাগজের অফিসে। অজস্র সাংবাদিক জেলে। অধিকাংশ সময়ই ইন্টারনেট বন্ধ। সংবাদ মানেই সরকারি বয়ান। মিলিটারি হামলায় সাধারণ মানুষ পাইকারি হারে গ্রেফতার হয়ে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। কেন গ্রেফতার, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পরিবারের লোক কিছুই জানতে পারছেন না। মানবাধিকার সংগঠনের অস্তিত্ব মুছে ফেলা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ কিছুমাত্র কমেনি। স্থানীয় নাগরিকরা তো বটেই, এমনকি পরিযায়ী শ্রমিকরা পর্যন্ত তার শিকার হচ্ছেন। ২০১৯ থেকে ৭৪ জন নিরাপত্তা রক্ষী খুন হয়েছেন। এরই পরিণামে সেখানকার সাধারণ মানুষের রুজিরোজগারের বলতে গেলে একমাত্র উৎস পর্যটন শিল্প মরতে বসেছে। মানুষের দুরবস্থা চরমে পৌঁছেছে।

বাস্তবে কাশ্মীর জুড়ে শান্তির দেখা মিলছে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতাদের বক্তৃতায়। সেই শান্তির রাজত্ব এমনই যে, ১১ ডিসেম্বর, যে দিন সুপ্রিম কোর্ট ৩৭০ রদকে বৈধ বলে ঘোষণা করল, সে দিন একদিকে গোটা কাশ্মীরকে সেনায় ছেয়ে ফেলা হয়েছিল, অন্য দিকে কাশ্মীরের বিরোধী নেতাদের সবাইকে গৃহবন্দি করে তাঁদের বাড়ির চার দিকে বিপুল সংখ্যায় সেনা মোতায়েন করে রাখা হয়েছিল। কাশ্মীরের জনগণের প্রাপ্তির আর কোনও খোঁজ বিজেপি নেতারা এখনও পর্যন্ত দিতে পারেননি।

(সূত্র ঃ দি হিন্দু, ১৬ ডিসেম্বর '২৩)

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণায় দলের ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল সাংগঠনিক জেলা কমিটির অন্তর্গত ভাট পাড়া-জগদ্দল আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড কমল ভৌমিক দীর্ঘ অসুস্থতার পর ২৩ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

কমরেড কমল ভৌমিক ছাত্র জীবনেই তাঁর দাদা প্রয়াত কমরেড রতন ভৌমিকের মাধ্যমে দলে যুক্ত হন। উনিশশো পঞ্চাশ-ষাটের দশকে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রয়াত কমরেড সনৎ দত্ত দলের সংগঠন গড়ে তুলছিলেন। দল গঠনের সেই প্রথম যুগে জগদ্দল শিল্পাঞ্চলে কমরেড কমল ভৌমিক সহ আরও অনেক ছাত্র-যুবক দলে যুক্ত হন। সেই সময় থেকেই কমরেড কমল ভৌমিক দলের একজন দায়িত্বশীল কর্মী হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থতার কারণে সক্রিয় দায়িত্ব পালন করতে না পারলেও দলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। পরিবারের সকলকে দলের সমর্থকে পরিণত করতে কমরেড ভৌমিক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রয়াণে দল প্রথম যুগের একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড কমল ভৌমিক লাল সেলাম

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দলের কর্মী কমরেড অরুণ দাস ২৭ নভেম্বর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া নর্থ ওরিকে (মেয়ের বাড়ির নিকটে) এক গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

১৯৬৭ তে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ শুরু করার সময় তিনি দলের তৎকালীন জেলা কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড কেষ্ট মিত্র ও বর্তমান জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জীর মাধ্যমে দলের সংস্পর্শে আসেন। দলের আদর্শগত চিন্তার প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। তিনি দলের সক্রিয় কর্মীতে পরিণত হন। দুর্গাপুর ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির গঠন পর্ব থেকেই তিনি তার সদস্য ছিলেন।

পরিবারে স্ত্রী ও অন্যদের দলের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য তাঁর সর্বদা প্রচেষ্টা ছিল। প্রবীণ বয়সেও তিনি দলের কর্মী হিসাবে যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

কমরেড অরুণ দাস লাল সেলাম

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (৯)

সংসদীয় প্রতিষ্ঠান নয় একটি ক্রিয়াশীল সংগঠন চাই

এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার নবম কিস্তি।

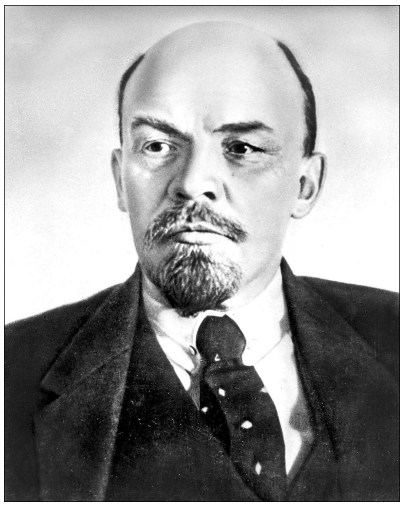

ভি আই লেনিন

সংসদীয় ব্যবস্থার অবলুপ্তি

মার্ক্স লিখেছিলেন, 'কমিউনের হওয়ার কথা ছিল একই সঙ্গে আইন প্রণয়নকারী ও সেই আইনকে কার্যকর করার প্রতিষ্ঠান, সংসদীয় প্রতিষ্ঠান নয়।'

'শাসক শ্রেণির কোন সদস্য তিন বা ছয় বছর অন্তর সংসদে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং জনগণের উপর নিপীড়ন চালাবে তা নির্ধারণ করার পরিবর্তে সার্বজনীন ভোটাধিকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কমিউন জনগণের স্বার্থে কাজ করত, যেমন ব্যক্তিগত ভোটাধিকার মালিকদের তার ব্যবসার জন্য শ্রমিক, ফোরম্যান ও হিসাবরক্ষক খুঁজে পেতে সাহায্য করে।'

সোসাল শোভিনিজম ও সুবিধাবাদের আধিপত্যের ফলে ১৮৭১ সালে মার্ক্সের করা সংসদীয় ব্যবস্থার এই উল্লেখযোগ্য সমালোচনা এখন মার্ক্সবাদের 'ভুলে যাওয়া' বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পেশাদার মন্ত্রী ও সাংসদরা, সর্বহারার প্রতি যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং এখনকার দিনের 'কেজো' সমাজতন্ত্রীরা সংসদীয় ব্যবস্থার সমস্ত রকম সমালোচনা নৈরাজ্যবাদীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এবং সংসদীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত সমালোচনাকেই তারা এই অদ্ভুত যুক্তিতে নৈরাজ্যবাদ বলে প্রত্যাখ্যান করে! এটা অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে, 'এগিয়ে থাকা' সংসদীয় ব্যবস্থার দেশগুলির সর্বহারা শ্রেণি শেইডেমান, ডেভিড, লেগিয়েন্স, সেম্বাটস, রেনল্ডস, হেন্ডারসন্স, ভ্যান্ডারভেল্ডস, স্টাউনিংস, ব্র্যান্টিংস, বিসসোলেটিস প্রমুখের মতো 'সমাজতন্ত্রী'দের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আরও বেশি করে 'নৈরাজ্যমূলক সিন্ডিকালবাদী'*-দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ছে। যদিও, এই নৈরাজ্যমূলক সিন্ডিকালবাদীরা আসলে সুবিধাবাদেরই সহোদর।

যাই হোক, প্লেখানভ, কাউটস্কি প্রমুখ যেমন বিপ্লবী দ্বন্দ্বতত্ত্বকে স্রেফ ফ্যাশনদুরস্ত বুলি, খেলনা ঝুমঝুমির ঝংকারে পরিণত করেছিলেন, মার্ক্সের কাছে বিপ্লবী দ্বন্দ্বতত্ত্ব কখনওই তেমন ছিল না। পরিস্থিতি যখন স্পষ্টতই বৈপ্লবিক নয়, সেই সময়েও বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার 'আস্তাবল'-কে কাজে লাগাতে অসমর্থ হওয়ায় নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে কেমন করে নির্মম ভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়, মার্ক্স তা জানতেন। একইসঙ্গে মার্ক্স এ-ও জানতেন, যথার্থ বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিতে সংসদীয় ব্যবস্থার সমালোচনা কী ভাবে করতে হয়।

যে সব দেশে সংসদীয়-নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু আছে, শুধু সেইসব দেশেই নয়, অধিকাংশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলিতেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃত মর্মবস্তু হল, শাসক শ্রেণির কোন সদস্য সংসদের মাধ্যমে জনগণকে দমন ও পেষণ করবে, কয়েক বছর অন্তর একবার করে তা ঠিক করে নেওয়া।

কিন্তু যদি আমরা রাষ্ট্রের বিষয়টি বিচার করি, সংসদীয় ব্যবস্থাটিকে যদি রাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করি, তা হলে, সর্বহারা শ্রেণির কর্তব্যের দিক থেকে দেখতে গেলে, সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কী হবে? কী ভাবে এই ব্যবস্থাকে পরিহার করা যাবে?

বার বার যে কথাটি আমাদের বলতে হবে তা হল, কমিউনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে মার্ক্স যে শিক্ষাগুলি রেখে গেছেন, সেগুলি এমন করে সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে যাওয়া হয়েছে যে, নৈরাজ্যবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীলদের সমালোচনা বলে মনে করা ছাড়া সংসদীয় ব্যবস্থার অন্য কোনও রকম সমালোচনাকে 'সোসাল ডেমোক্র্যাট'রা (পড়ুন সমাজতন্ত্রের বর্তমান বিশ্বাসঘাতকরা) সত্যিই বুঝতে পারে না।

প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচনের নীতির বিলোপ ঘটিয়ে সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। এ থেকে বেরিয়ে আসার অর্থ হল, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজ নিয়ে বকবক করার জায়গা থেকে একটা 'ক্রিয়াশীল' সংগঠনে রূপান্তরিত করা। 'কোনও সংসদীয় সংস্থা নয়, কমিউনের হওয়ার ছিল একটি কার্যকরী সংগঠন, যা একই সঙ্গে প্রশাসনিক কাজ ও আইন প্রণয়নের কাজ করবে।'

'সংসদীয় প্রতিষ্ঠান নয়, একটি ক্রিয়াশীল সংগঠন চাই'— এই কথাটি আজকের দিনের সংসদীয় রাজনীতিবিদ ও সংসদীয় ব্যবস্থার 'পোষা কুকুর' সোসাল ডেমোক্র্যাটদের মুখে সরাসরি জোরালো চড় কষিয়েছে! আমেরিকা থেকে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড, নরওয়ে ইত্যাদি যে সব দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তার যে কোনও একটিকে দেখুন, দেখবেন এইসব দেশে 'রাষ্ট্রে'র আসল কাজকর্ম বিভিন্ন বিভাগ, দফতর ও আমলাদের দিয়ে পর্দার আড়ালেই সম্পন্ন হয়। সংসদে স্রেফ বাজে বকতে দেওয়া হয় 'সাধারণ মানুষ'কে বোকা বানানোর বিশেষ উদ্দেশ্যেই। এটা এতই সত্য যে, রাশিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে যথার্থ সংসদীয় ব্যবস্থা এমনকি গড়ে ওঠার আগেই সংসদীয় ব্যবস্থার এই সমস্ত অন্যায় তৎক্ষণাৎ দেখা দিয়েছে। স্কোবেলেভ, সেরেতেলি, চের্নভ, আভস্কেন্তিয়েভদের মতো পচা, সংকীর্ণমনা নেতারা সংসদীয় ব্যবস্থার জঘন্য আদব-কায়দায় সোভিয়েতগুলিকে পচিয়ে দিতে, সেগুলিকে ফাঁপা কথার দোকানে পরিণত করতে সফল হয়েছেন। সোভিয়েতগুলিতে মহামান্য 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীরা বুলি কপচিয়ে আর প্রস্তাব পাস করে সরলবিশ্বাসী কৃষকদের ধোঁকা দিচ্ছে। খোদ সরকারের মধ্যে চলছে অবিরাম কোয়াড্রিল নাচ, যাতে একদিকে সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবী (সোসালিস্ট রেভোলিউশনারি) ও মেনশেভিকদের পক্ষে যত বেশি করে মোটা টাকার মান্যগণ্য চাকরির 'পিঠে'-র কাছাকাছি আসা সম্ভব হয় এবং জনসাধারণের মনোযোগ অন্য দিকে আটকে রাখা যায়। এরই ফাঁকে 'রাষ্ট্রে'র আসল কাজকর্ম বিভিন্ন অফিস ও বিভাগগুলিতে সারা হয়ে যায়!

শাসক দল 'সোসালিস্ট রেভোলিউশনারি' পার্টির মুখপত্র 'দিয়েলো নারোদা' ('জনগণের লক্ষ্য') সম্প্রতি তার প্রধান সম্পাদকীয়তে স্বীকার করেছে— 'সবাই' যেখানে রাজনৈতিক ব্যাভিচারে লিপ্ত, সেই রকম 'ভাল সমাজে'র লোকেরা অতুলনীয় অকপটতায় স্বীকার করেছে যে, এমনকি যে সব মন্ত্রিদপ্তর 'সমাজতন্ত্রীদের' (কথাটা মাফ করবেন) হাতে, এমনকি সেখানেও গোটা আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটা মূলত আগের মতোই রয়ে গেছে, আগের মতোই কাজ করছে এবং বৈপ্লবিক কর্মসূচি অবাধে বানচাল করে দিচ্ছে! এমনকি এই স্বীকৃতি না থাকলেও সোসালিস্ট রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকদের সরকারে অংশ নেওয়ার প্রকৃত ইতিহাসই কি এ কথা প্রমাণ করে না? এর মধ্যে একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় হল, ক্যাডেটদের সঙ্গে একযোগে মন্ত্রিত্ব করার সময় সর্বশ্রী চের্নোভ, রুসানভ, জেঞ্জিনভরা এবং দিয়েলো নারোদার অন্য সম্পাদকরা এতটাই লজ্জা হারিয়েছেন যে প্রকাশ্যে, যেন একটা তুচ্ছ ব্যাপার— এই ভাব করে, লজ্জায় একটুও লাল না হয়ে এ কথা বলতে তাঁদের সঙ্কোচ নেই যে, 'ওঁদের' মন্ত্রিদপ্তরগুলিতে সবকিছুই আগের মতো!! গ্রামের সরলমতি লোকদের ঠকানোর জন্য বিপ্লবী-গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান এবং পুঁজিপতিদের 'খুশি করার জন্য' আমলাতন্ত্র ও নিয়ম-কানুনের কঠোরতা বজায় রাখা— এই হল 'সৎ' কোয়ালিশনের মর্মবস্তু।

বুর্জোয়া সমাজের দুর্নীতিগ্রস্ত ও পচা সংসদীয় ব্যবস্থার জায়গায় কমিউন এমন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে যেখানে মত ও আলোচনার স্বাধীনতা প্রতারণায় পর্যবসিত হয় না। কারণ, সেখানে সংসদের সদস্যদের নিজেদেরই কাজ করতে হয়, নিজেদের তৈরি করা আইন নিজেদেরই প্রয়োগ করতে হয়, বাস্তব জীবনে সেই আইনের ফলাফল নিজেদেরই পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং তাঁদের যাঁরা নির্বাচিত করেছেন, তাঁদের কাছে সরাসরি জবাবদিহি করতে হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু সেখানে একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে, আইন প্রণেতা ও আইন যাঁরা কার্যকর করবেন, তাঁদের মধ্যে শ্রম বিভাগ হিসাবে, প্রতিনিধিদের বিশেষ সুবিধা ও অধিকারের ব্যবস্থা হিসাবে সংসদীয় ব্যবস্থা থাকে না। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমরা গণতন্ত্রের কথা, এমনকি সর্বহারা গণতন্ত্রের কথাও ভাবতে পারি না। কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থা ছাড়া আমরা তা কল্পনা করতে পারি এবং আমাদের অবশ্যই তা করতে হবে যদি বুর্জোয়া সমাজের সমালোচনা আমাদের কাছে ফাঁকা কথা না হয়, যদি বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন উচ্ছেদ করার আকাঙ্ক্ষাটা মেনশেভিক ও সোসালিস্ট-রেভোলিউশারিদের মতো, শাইডেমান ও লেগিন্সের মতো, সেম্বাটস ও ভ্যান্ডারভেল্ডসের মতো শ্রমিকদের ভোট পাওয়ার 'নির্বাচনী' বুলি না হয়ে আমাদের কাছে প্রকৃত ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা হয়।

এটা লক্ষ করা খুবই শিক্ষণীয় হবে যে, কমিউন ও সর্বহারা গণতন্ত্রের জন্য যে সব কর্মকর্তা প্রয়োজন, তাদের কাজকর্মের কথা বলার সময়, মার্ক্স তাদের সঙ্গে সাধারণ পুঁজিবাদী সংস্থায় নিয়োগকর্তাদের নিয়োগ করা শ্রমিক, ফোরম্যান ও কেরানিদের তুলনা করেছেন।

একটি 'নতুন' সমাজ তিনি গঠন করেছেন বা আবিষ্কার করেছেন, মার্ক্সের মধ্যে এ সংক্রান্ত ভাববিলাসের কোনও চিহ্নমাত্র ছিল না। না, পুরনো সমাজ থেকে নতুন সমাজের জন্ম, পুরনো সমাজ থেকে নতুন সমাজে রূপান্তরের ধরনগুলি তিনি প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসাবে পর্যালোচনা করেছিলেন। তিনি সর্বহারা শ্রেণির গণসংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে তা থেকে ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করেছেন। মহান বিপ্লবী চিন্তাবিদরা যেমন নিপীড়িত শ্রেণিগুলির অসাধারণ সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিতে ভীত হননি, ঠিক তেমনই মার্ক্সও কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকে 'শিক্ষা' নিয়েছেন এবং কখনই নিপীড়িত শ্রেণিকে পণ্ডিতি চালে উপদেশ দেননি (যেমন প্লেখানভ বলেছিলেন ঃ 'ওদের অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয়নি' বা সেরেতেলি বলেছিলেন ঃ 'প্রতিটি শ্রেণির নিজের সীমার মধ্যে থাকা উচিত'।

এক ধাক্কায়, সব জায়গায় সম্পূর্ণভাবে আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করার কথা চিন্তা করা যায় না। এমন চিন্তা একটা কল্পনাবিলাস। কিন্তু এখনই পুরনো আমলাতন্ত্রের যন্ত্রটিকে ধ্বংস করা এবং তৎক্ষণাৎ একটি নতুন যন্ত্র, যেটার দ্বারা সমস্ত আমলাতন্ত্রকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করে ফেলা যাবে, তার নির্মাণ শুরু করা— এই চিন্তা কল্পনাবিলাস নয়। এ হল কমিউনের অভিজ্ঞতা। এ হল বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণির প্রত্যক্ষ ও আশু কর্তব্য।

পুঁজিবাদ 'রাষ্ট্রে'র প্রশাসনিক কাজকর্মকে সহজ করে তুলেছে। এই সরলীকরণের ফলে, সর্বহারা শ্রেণির পক্ষে 'কর্তাগিরি'কে পাশে সরিয়ে রেখে সমস্ত বিষয়টা সর্বহারার সংগঠনে পর্যবসিত করা সম্ভব হবে (শাসক শ্রেণি হিসাবে), যে সংগঠন গোটা সমাজের হয়ে 'মজুর, ফোরম্যান ও

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইটভাটার চুল্লি বিস্ফোরণে শ্রমিক মৃত্যু

ক্ষতিপূরণের দাবি এআইইউটিইউসি-র

উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় বসিরহাটের ইটিন্ডায় ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ইটভাটার চুল্লি ফেটে ৪ জনের মৃত্যু হয়, আহত হন ১৭ জন। ওই দিন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস এক বিবৃতিতে বলেন, বসিরহাটের হাফিজুল মণ্ডল সহ উত্তরপ্রদেশের ২ জন শ্রমিকের এবং অসিত ঘোষ, ভাটার অংশীদারের মৃত্যুর ঘটনা আবারও প্রমাণ করল, ইটভাটার মালিকরা অধিক লাভের জন্য শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য কোনও ব্যবস্থা না নিয়েই ভাটা চালাচ্ছেন।

বেশ কিছু দিন এই ইটভাটা বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু করার আগে প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য সময় ও টাকা খরচ করতেও মালিকরা রাজি নন।

এই অবস্থায় আমরা দাবি করছি— মৃত প্রত্যেক শ্রমিকের পরিবারকে ৩০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং পরিবারের এক জনকে চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব মালিককে নিতে হবে এবং প্রত্যেক আহত শ্রমিককে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সমস্ত ইটভাটায় কর্মরত শ্রমিকদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর যুক্ত রেজিস্ট্রেশন খাতা মালিককে রাখতে হবে এবং তা শ্রম দপ্তরের কাছে নিয়মিত পাঠাতে হবে। ইটভাটায় বহু পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করেন। সমস্ত ইটভাটায় উপযুক্ত শ্রমিক সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বাঁকুড়ায় যুব সম্মেলনে

সকল বেকারের কাজের দাবি

এআইডিওয়াইও-র বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৭ নভেম্বর। এই উপলক্ষে বাঁকুড়ার তামলিবাঁধ থেকে বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় পর্যন্ত মিছিল হয়।

সম্মেলনের প্রধান দাবি ছিল, সকল বেকারের কাজ, কাজ না দেওয়া পর্যন্ত বেকার ভাতা, সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী স্বচ্ছ নিয়োগ, মদ ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করা, পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন জীবিকা সুনিশ্চিত করা, গ্রাহক স্বার্থে মোবাইলের রিচার্জ ভ্যালু কমানো ইত্যাদি।

প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড মলয় পাল। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনিন্দিতা জানা ও কমরেড প্রদীপ ওঝা। সম্মেলন শেষে কমরেড পূর্ণচন্দ্র মাজিকে সভাপতি ও কমরেড সাবিরুদ্দিন ভুঁইয়াকে সম্পাদক করে ৪৭ জনের জেলা কমিটি সহ কাউন্সিল গঠিত হয়।

গোসাবা বিডিও ও থানায় যুব বিক্ষোভ

এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে ৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা বিডিও এবং থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। গোসাবা থেকে জটিরামপুর বেহাল রাস্তা মেরামত, জটিরামপুর খেয়াঘাটে নতুন জেটি নির্মাণ, স্মার্ট মিটার বাতিল, মদ ও মাদক দ্রব্য ও অশ্লীলতার প্রসার বন্ধ সহ ৭ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধিত্ব করেন হরিপদ মণ্ডল, ভবসিন্ধু মাইতি, গৌরচন্দ্র মিস্ত্রী।

চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক পোস্ট অফিস বিলের

তীব্র নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

নতুন আনা পোস্ট অফিস বিলের তীব্র নিন্দা করে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৭ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, এটা গভীর উদ্বেগের বিষয় যে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক কালা পোস্ট অফিস বিল চালু করেছে, যেখানে জাতীয় নিরাপত্তা ও নাগরিক সুরক্ষার কথা বলে পোস্টাল অফিসারদের পার্সেল খোলা, আটকে রাখা বা নষ্ট করার মতো অধিকার দেওয়া হচ্ছে। এটা স্পষ্ট যে, এই বিল নাগরিকদের গোপনীয়তার মৌলিক অধিকারের চূড়ান্ত লংঘন এবং এর মধ্য দিয়ে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংস করা হবে।

আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভয়ঙ্কর এই বিলের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে সকল গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, নতুন এই আইনের বিপদকে উপলব্ধি করে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত সচেতন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপ তৈরি করে তা প্রতিহত করতে এগিয়ে আসতে হবে।

বর্ধমান স্টেশনে দুর্ঘটনায় মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের দাবি

'অমৃত প্রকল্পে'র তালিকায় থাকা ঐতিহ্যবাহী বর্ধমান স্টেশনে ১৩ ডিসেম্বর ১৩৩ বছরের পুরনো জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে চার জনের মৃত্যু হয়, আহত হন অনেকে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার দায় রেল কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে, মৃত ও আহতদের প্রকৃত তথ্য দিতে হবে, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ যাত্রী সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করতে হবে ইত্যাদি দাবিতে ১৪ ডিসেম্বর এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে জেলা সম্পাদক কমরেড তসবিরুল ইসলামের নেতৃত্বে ৪ জনের প্রতিনিধিদল স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেয়। জেলা সম্পাদক বলেন, বর্ধমানের মতো এত ব্যস্ততম স্টেশনের গাড়িবারান্দা ভেঙে পড়া, ওভারব্রিজে যাত্রীপৃষ্ঠ হওয়ার ঘটনা যাত্রীনিরাপত্তায় কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছে।

বেগম রোকেয়া স্মরণ ও মূর্তি উন্মোচন

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন সমাজসংস্কারক, নারীমুক্তি আন্দোলনের দিশারি, ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ রামমোহন বিদ্যাসাগরের সার্থক উত্তরসূরী। অথচ এ দেশে এই মহীয়সী নারীর জীবনাদর্শ তেমন করে চর্চা হয়নি। রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি দীর্ঘদিন ধরে মহান মনীষীদের জীবনাদর্শ চর্চার পাশাপাশি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আদর্শ নিয়ে চর্চা করে চলেছে। ১০ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে সমিতির কার্যালয় সংলগ্ন স্থানে রোকেয়ার আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন হয় (উপরের ছবি)। উন্মোচন করেন সমিতির প্রবীণ নেতা ডাঃ আলি হাসান এবং সোমনাথ চক্রবর্তী। আলোচক, আমন্ত্রিত অতিথি সহ বহু বিশিষ্ট জন ও জেলার নির্যাতিত নারীদের প্রতিনিধিরা আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন। সমিতির মুখপত্র 'মুক্তি' পত্রিকা প্রকাশ করেন অধ্যক্ষা হেনা সিনহা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সভাপতি কাবেরী বিশ্বাস।

৯ ডিসেম্বর মহীয়সী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যুদিন উপলক্ষে পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে রোকেয়া সভাগৃহে স্মরণ অনুষ্ঠান ও উচ্চশিক্ষায় পাঠরত ২৩ জন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় (নিচের ছবি)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নৃপেন্দ্রনাথ রায়। বক্তব্য রাখেন ট্রাস্ট সদস্য অধ্যাপিকা অনুরূপা দাস, মুগবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপিকা জোনাকী বিশ্বাস, ডাঃ সুমাইয়া ফিরোজ, ট্রাস্ট সদস্য গণেন রায়। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, ডাঃ রমেশ বেরা, দিলীপ মাইতি প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার অনুরাগী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ কালীশংকর পাত্র ও হেয়াতুল হোসেন। গ্রন্থাগারের ত্রৈমাসিক দেওয়াল পত্রিকা 'স্ফূরণ' এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম কৃষক নেতাকে স্মরণ

১৪ ডিসেম্বর এ আই কে কে এম এস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় রায়দিঘির গোলপার্কে তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম কৃষক নেতা রবীন মণ্ডল স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ। বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার কৃষক নেতা কমরেড রেণুপদ হালদার, রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস। সভায় কমরেড রবীন মণ্ডলের সহযোদ্ধা সহ এলাকার অগণিত মানুষ তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

প্রধান বক্তা তেভাগা আন্দোলন ও বেনাম জমি উদ্ধার আন্দোলনে কমরেড রবীন মণ্ডলের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তৎকালীন সময়ে সিপিআই নেতৃত্ব যখন কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন করে তেভাগা আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আন্দোলনকে মাঝপথে বন্ধ করে দেয় তখন কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে তেভাগা আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়।

এই নবপর্যায়ের তেভাগা আন্দোলনে কমরেড রবীন মণ্ডল সহ বহু সংগ্রামী নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরপর বেনাম জমি উদ্ধার আন্দোলনে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যে চার লক্ষ একর বেনাম জমি উদ্ধার হয়েছিল সেই আন্দোলনে রবীন মণ্ডল ভূমিকা পালন করেন। বর্তমান সময়ের কৃষক আন্দোলনের নেতাকর্মীদের কমরেড রবীন মণ্ডলদের শিক্ষাকে অনুসরণ করে কৃষক আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান কমরেড শঙ্কর ঘোষ।

বনগাঁয় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে, মিনিমাম চার্জ, ফিক্সড চার্জ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে ১২ ডিসেম্বর সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি অ্যাবেকার উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে বনগাঁ ডিভিশনাল ম্যানেজারের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা। দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক রবীন দেবনাথ, বনগাঁ শাখার পক্ষে সুব্রত দত্ত প্রমুখ। পরে জেলা সম্পাদকের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেন।

পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে মোটরভ্যান চালক সম্মেলনে

সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের তৃতীয় দিনহাটা মহকুমা সম্মেলন ১৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহারের দিনহাটায় বয়েজ

রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে।

চার শতাধিক মোটরভ্যান চালকের একটি সুসজ্জিত মিছিল দিনহাটা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সেখানে রক্তপতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহা। শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জেলা সভাপতি অনিল চন্দ্র বর্মন রায়, জেলা সম্পাদক আব্দুস সালাম। মোটরভ্যান চালকদের উপর পুলিশি হয়রানি ও মোটরভ্যান চলাচলে প্রশাসনিক বিধিনিষেধ চাপানোর প্রতিবাদে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ও পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতির দাবিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন থেকে গজেন বর্মনকে সভাপতি এবং আজিজুল হককে সম্পাদক করে ৫৫ জনের মহকুমা কমিটি গঠিত হয়।

লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপনে সভা ও কমিটি গঠন

মহান নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে সারা দেশ জুড়ে বামমনস্ক ও গণতান্ত্রিক মানুষকে নিয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার, উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, ছবি প্রদর্শনী, মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন কমিটি গঠন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সব অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় আগামী ২১ জানুয়ারি কলকাতায় শহিদ মিনার ময়দানে হবে সমাপনী অনুষ্ঠান।

এ রাজ্যে কলকাতা সহ সমস্ত জেলায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে সমবেত করে চলছে কমিটি গঠন। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের ব্রাইট ফিউচার হলে ১৬ ডিসেম্বর একটি আলোচনা সভা হয়। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দিলীপ মাইতি প্রমুখ। সভা থেকে 'মহান লেনিন মৃত্যুশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি' গঠিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে যথাক্রমে সুধাংশু অধিকারী ও সতীশ সাউ নির্বাচিত হন।

কলকাতায় জোড়াসাঁকো (ছবি), বরানগর, শ্যামপুকুর-কাশীপুর, খিদিরপুর, বেহালা পশ্চিম, রাসবিহারী-আলিপুর প্রভৃতি এলাকায় আলোচনাসভা, লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন কমিটি গঠিত হয়। বাকি এলাকাগুলিতেও কমিটি গঠনের কাজ চলছে।

জাতীয় সভ্যতা ও ইসলাম

বিজেপি এবং সংঘ পরিবার যখন ভারতের মুসলিমদের বিদেশি বলে চিহ্নিত করে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং জনসাধারণের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা করছে তখন দেখা যাক 'ভারতীয় সভ্যতা ও ইসলাম' নিয়ে এ দেশের নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা কী বলছেন।

জাতি গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, "কোনও সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়ে উঠিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও পাওয়া যায় না। অপর একটি সুসভ্য জাতি আসিয়া কোনও জাতির সহিত মিশিয়া যাওয়া ছাড়াই সে জাতি সভ্য হইয়া উঠিয়াছে— এ রূপ একটি জাতিও জগতে নাই। (বিবেকানন্দ রচনাবলি, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৪২)

এই জাতি গঠনের প্রক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "শক, হুন, পাঠান, মোগল— এক দেহে হল লীন।"

ভুল করে এক শিষ্য শাহজাহানকে বিদেশি বলায় বিবেকানন্দ তার ভুল শুধরে দিয়ে বলেছিলেন, "শাহজাহান নিজেকে 'বিদেশি' নামে অভিহিত হতে শুনে কবরের ভিতর থেকে ফিরে দেখতেন কে তাঁকে ওই রকম বলেছে।' (স্বামীজিকে যেমন দেখিয়াছি, ভগ্নী নিবেদিতা, পৃ. ১৬৪)।

ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, "মোগলদের গরিমা স্বামীজি শতমুখে বর্ণনা করিতেন। ... একবার তিনি শাহজাহানের কথা বলিতে বলিতে সহসা উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, আহা, তিনি মোগলকুলের ভূষণস্বরূপ ছিলেন। অনন্য সৌন্দর্যানুরাগ ও সৌন্দর্যবোধ ইতিহাসে আর দেখা যায় না। ... আকবরের কথা তিনি আরও বেশি করিয়া কহিতেন। আগ্রার সন্নিকটে সেকেন্দ্রার সেই গম্বুজবিহীন অনাথ সাধিত সমাধির পাশে বসিয়া আকবরের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজির কণ্ঠ যেন অশ্রু গদগদ হইয়া আসিত।"(৯/১৭৫)

এ দেশের জাতীয় জীবনে ইসলামের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা।' (৮/২৬)

"আমি মানুষ চক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ, বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।" (৮/২৬)

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামানুজ, শংকরাচার্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্ব সমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরাস্তেরীয় ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষা সাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দু চিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দু, মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয় ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়। (রচনাবলি, ১৪শ খণ্ড, পৃ- ২৫১, বিশ্বভারতী সংস্করণ)

তিনি আরও বলেছেন, 'মুসলমানেরা পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এ দেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল। মুসলমান রাজত্ব ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইরে তার মূল ছিল না।'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বলেছেন, "মুসলমানরা ভারতে তাদের নিজেদের বাসভূমি স্থাপন করেছে। তারা ভারতীয় জীবনে এক নতুন ও অদ্ভুত জীবনীশক্তি নিয়ে এসেছে। এই জীবনীশক্তির খুব প্রয়োজন ছিল।"

পাঠকের মতামত

বন্ধ হোক এ রক্তস্রোত

গাজা সহ প্যালেস্টাইনে ইজরায়েল কর্তৃক সংগঠিত গণহত্যা অনেকের মতোই মেনে নিতে পারেননি অস্কার বিজয়ী বর্ষীয়ান সিনেমা সেলিব্রিটি সুজান সারানডন। তিনি বলেছেন, 'গাজাবাসীর দুঃখ দুর্দশা বুঝতে প্যালেস্টিনীয় হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি তাদের পক্ষেই দাঁড়াব। কারণ যতক্ষণ না আমরা সবাই এই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হব ততক্ষণ কেউ একাকী এর থেকে মুক্তি পাবে না।'

কিন্তু কিসের থেকে মুক্তি? সুজান তাঁর বক্তব্যে সে কথা আক্ষরিকভাবে উল্লেখ করেননি। বিগত ৭০ বছর ধরেপ্যালেস্টিনীয়রা যুদ্ধবাজ আমেরিকা ও ব্রিটেন সহ পশ্চিমি সাম্রাজ্যলোভীদের মদতপুষ্ট ইজরায়েলি অবরোধ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে মুক্তির লড়াই লড়ছেন তার সাথে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী শোষণ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির লড়াইয়ের যে একটা গভীর যোগ রয়েছে, তাঁর উক্তি থেকে এই সত্যটি শোষিত শ্রেণির সচেতন মানুষ মাত্রই অনুধাবন করতে পারবেন।

কিন্তু গাজার ২৩ বিলিয়ন নিরপরাধ ও নিরস্ত্র নারী-পুরুষ-শিশুদের বিরুদ্ধে শুধু ইজরায়েলই যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, সারা বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের স্যাঙাতরা সম্মিলিতভাবে এক অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। প্যালেস্টিনীয়দের শত শত বছরের ইতিহাস মুছে ফেলতে তারা চেষ্টার কসুর করেনি। ধৈর্যশীল ও শান্ত স্বভাবের প্যালেস্টিনীয় নাগরিকদের অমানুষ এমনকি পশুর সাথে তুলনা টেনে তাদের সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন করবার হুঙ্কার দিয়েছে ইজরায়েলি শাসকদল সহ তথাকথিত বিশ্বনেতারা। তবে সমস্ত কদর্য প্রয়াসকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে ইংল্যান্ড সহ বিশ্বের দেশে দেশে, শহরে শহরে লাখো লাখো সাধারণ মানুষ, বামমনস্ক কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার-নার্স স্বাস্থ্যকর্মী, কমিউনিস্ট, নারী-শিশু-কিশোর, প্যালেস্টিনীয় শিশু-নারী সহ গাজায় নাগরিকদের নির্মম হত্যালীলা ও ইজরায়েলি অবরোধ বন্ধের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন। জায়নবাদী স্লোগান দিয়েও ইজরায়েলি শাসক নিজের দেশ ও বিদেশের ইহুদি ধর্মালম্বী মানুষদের এই অনৈতিক ও অমানবিক হত্যালীলার পক্ষে আনতে পারেনি।

শুধু তাই নয় প্রতিদিন যখন ইজরায়েলি সেনা শত শত প্যালেস্টিনীয় শিশুদের বোমা মেরে ও স্নাইপার হামলা চালিয়ে হত্যা করছে তখন খোদ ইজরায়েলের মধ্যে শত শত সাধারণ মানুষ, নারী-পুরুষ-শিশু যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ মিছিল করছেন। তাদের ব্যানারে লেখা ঃ 'আমাদের নাম নিয়ে আর এই গণহত্যা নয়', 'স্বৈরাচারী ইজরায়েল সরকার যুদ্ধ বন্ধ কর'। বহু ইজরায়েলি শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী মানুষ গাজায় গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় দক্ষিণপন্থী স্বৈরাচারী নেতানিয়াহু সরকার তাদের জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করছে। এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। আমার জানা নেই আমেরিকা নিবাসী শ্রদ্ধেয় সুজান-এর মতো প্রতিবাদী সেলিব্রিটিদের কতজন তাদের কাজ হারিয়েছেন। তবে নিশ্চিত করেই বলতে পারি গাজায় ঘটে চলা শিশু ও নরহত্যার সত্যকে বিশ্বের সামনে উপস্থিত করতে গিয়ে শতাধিক সাংবাদিক শহিদ হয়েছেন। যুদ্ধ-অপরাধী ইজরায়েলের বোমার আঘাতে গাজায় ১২টি হাসপাতাল সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আর নিজেদের রোগীদের রক্ষা করতে গিয়ে তিন শতাধিক ডাক্তার, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও স্বাস্থ্যকর্মী নিহত হয়েছেন এবং শতাধিক স্বাস্থ্যকর্মী ইজরায়েল অকুপেশন ফোর্স কর্তৃক বন্দি হয়েছেন। তাঁরা এখনও নিখোঁজ। প্যালেস্টাইনের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা আজ জীবনের চরম মূল্য দিচ্ছেন। আমরা কি শুধুই দর্শক হয়ে শতাব্দীর এই নির্মমতম নিধনযজ্ঞ দেখতে থাকব, নাকি সুজানের কথার তাৎপর্য বুঝে নিজেদের মুক্তির লড়াইকে প্যালেস্টিনীয়দের মুক্তির লড়াইয়ের সাথে যুক্ত করে প্রতিরোধ গড়ে তুলব?

মাঝে কয়েকদিনের যুদ্ধ বিরতির সময়সীমা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আবার সাম্রাজ্যলোভী যুদ্ধবাজরা তাদের অনৈতিক ও অবৈধ দখলদারি জায়েজ প্রতিপন্ন করার জন্য হামাসের আক্রমণের জবাব হিসেবে নিজেদের কাপুরুষোচিত, পৈশাচিক নরসংহার চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে— প্যালেস্টাইনের পূর্ব প্রান্তে তো হামাস নামক কোনও সংগঠন নেই। তা হলে সেখানে প্যালেস্টিনীয়দের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে কেন? কেন পূর্ব জেরুজালেমে শত শত প্যালেস্টিনীয়কে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে? কেন তাদের বিনা অপরাধে গ্রেফতার করা হচ্ছে? আমরা বুঝেছি, নরখাদকদের কাছ থেকে ন্যায় কিম্বা যুক্তির উত্তর আশা করা বৃথা। তাই যেমন করে ফ্যাসিবাদী হিটলার বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছিলেন সোভিয়েত জনতা এবং তাদের নেতা মহান স্ট্যালিন, চাই তেমন করে আজকের বিশ্ব জনতার প্রতিরোধ, চাই তেমন কোনও বিশ্বনেতার নেতৃত্ব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে হাজার হাজার স্পেনীয় শিশুর হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মহান আন্তর্জাতিকতাবাদী কার্ডিওথোরাসিক সার্জেন ডাক্তার নরমান বেথুন বলেছিলেন, 'যদি সম্ভব হত তা হলে গাব্রিয়েলের তূর্য নির্ঘোষে আমার কণ্ঠ জাগিয়ে তুলত স্পেনের আক্রান্ত সীমানার অপর পারের লক্ষ লক্ষ উদাসীন মানুষকে ঃ তোমরা যারা আজ রাতে শান্তিতে ঘুমাচ্ছো, তোমাদের প্রত্যেকের হাত আজ নিরপরাধ মানুষের রক্তে কলুষিত। আর আজ আমরা দেখছি হাজার হাজার প্যালেস্টিনীয় শিশু-কিশোর এমনকি নবজাতকদের নির্মম হত্যালীলা। এ সব দেখেশুনে অনেকে দুঃখ করেই বলেছেন, প্যালেস্টিনীয় শিশুরা এঞ্জেল হয়ে স্বর্গে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যেন স্বপ্ন দেখছি ঃ শতাব্দীপ্রাচীন কবর থেকে বিশ্বের প্রবাদপ্রতিম দুই বৃদ্ধ বন্ধু আমাদের ইশারা করছেন, 'আঃ! থামাও তর্ক। ... এসো আমাদের শিশুদের জন্য এই পৃথিবীর বুকেই গড়ে তুলি সাধারণ মানুষের বহুকাঙ্খিত স্বর্গ।'

ডাঃ দীপক কুমার গিরি
বেলদা
পশ্চিম মেদিনীপুর

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রেলদপ্তরে বিক্ষোভ

কলকাতায় বালিগঞ্জ স্টেশন সংলগ্ন কাঁকুলিয়ার রেলবস্তি উচ্ছেদের নোটিসের বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আঞ্চলিক শাখা কাঁকুলিয়া রেল কলোনি কমিটির পক্ষ থেকে যে লাগাতার আন্দোলন চলছে, তারই এক পর্বে ১৪ ডিসেম্বর শিয়ালদহ ডিআরএম দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বয়স্ক মানুষ, শিশু ও মহিলা সহ প্রায় ৩০০ এলাকাবাসী মিছিল করে দফতরে আসেন।

প্রতিবাদের সামনে ডিআরএম এখনই উচ্ছেদ করা হবে না বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু আগামী দিনে উচ্ছেদ করা হবে না কিংবা পুনর্বাসন দেওয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতি তিনি না দেওয়ায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এলাকাবাসী দৃঢ় প্রত্যয়ে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের নেতৃত্বে আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করার ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

তিনের পাতার পর

কেরানি'দের নিয়োগ করবে।

আমরা ভাববিলাসী নই। এখনই সমস্ত প্রশাসন, সমস্ত অধীনতা ছাড়াই আমরা কাজ চালাবো— এমন স্বপ্নবিলাসকে আমরা প্রশ্রয় দিই না। সর্বহারার একনায়কত্বের কর্তব্য সম্পর্কে উপলব্ধির অভাব হল এই ধরনের নৈরাজ্যবাদী কল্পনার ভিত্তি। মার্ক্সবাদের সঙ্গে এর কোনও রকম সম্পর্ক নেই এবং বাস্তবে এই ধারণা, যতদিন না জনসাধারণের পরিবর্তন ঘটে, ততদিন পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব স্থগিত রাখার কথা বলে। না, এখন মানুষ যেমন আছে, যে মানুষ অধীনতা, নিয়ন্ত্রণ এবং 'ফোরম্যান ও কেরানি' ছাড়া কাজ চালাতে পারে না, তেমন মানুষকে নিয়েই আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চাই।

কিন্তু আজ্ঞাপালন করতে হবে সমস্ত শোষিত ও মেহনতি মানুষের সশস্ত্র অগ্রগামী বাহিনী অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণির। রাষ্ট্রের আমলাদের 'কর্তাগিরি' হঠিয়ে তার বদলে 'ফোরম্যান ও কেরানি'দের সরল কাজের পদ্ধতি চালু করার সূচনা এখনই, রাতারাতি করা যায় এবং তা করতে হবে। এই কাজ সাধারণ নগরবাসীর সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে এবং তারা 'শ্রমিকের মজুরি'তে খুব ভালো ভাবেই তা করতে পারে।

পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই যা সৃষ্টি করেছে, আমরা মজুররা, নিজেরাই তার সাহায্যে বৃহদায়তন উৎপাদন সংগঠিত করতে পারব। শ্রমিক হিসাবে নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর ভরসা রেখে সশস্ত্র শ্রমিকের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সমর্থন নিয়ে আমাদের কায়েম করতে হবে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা। আমরা রাষ্ট্রীয় আমলাদের ভূমিকাকে কমিয়ে আনব। তাঁরা সামান্য বেতনের 'ফোরম্যান ও কেরানি' হিসাবে আমাদের নির্দেশমতো দায়িত্ব পালন করবে (অবশ্যই এদের সঙ্গে থাকবেন নানা রকম, ধরন ও স্তরের যন্ত্রবিদরা)। এদের প্রয়োজন মতো ফিরিয়ে আনা যাবে। এই হল সর্বহারা শ্রেণি হিসাবে 'আমাদের' কাজ।

সর্বহারা বিপ্লব সম্পন্ন করার পরে এই কাজ আমরা শুরু করতে পারি এবং অবশ্যই তা করতে হবে। বৃহদায়তন উৎপাদনের ভিত্তিতে এই ধরনের কাজ শুরু করলে সমস্ত আমলাতন্ত্র আপনা থেকে 'ক্রমশ ক্ষয় পেতে পেতে লোপ পেতে' শুরু করবে। নিয়ে যাবে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলা, উদ্ধৃতি চিহ্ন ছাড়াই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দিকে। এই শৃঙ্খলা মজুরি দাসত্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব রাখার কাজটা ক্রমে এমন সহজ হয়ে যাবে যে প্রত্যেকেই পালা করে এই কাজ করতে থাকবে, তারপর তা সবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে এবং পরিশেষে জনগণের একটি বিশেষ অংশের 'বিশেষ' কাজ হিসাবে এর আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

গত শতকের সত্তরের দশকে জার্মানির একজন রসিক সোসাল ডেমোক্র্যাট ডাক বিভাগের কাজকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নমুনা হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। কথাটি খুবই সত্য। বর্তমানে ডাক বিভাগের কাজ হল ব্যবসা। এই ব্যবসাকে সংগঠিত করা হয় রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদী একচেটিয়া পদ্ধতিতে। সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত ট্রাস্টকে ক্রমান্বয়ে একই ধরনের সংগঠনে রূপান্তরিত করছে যেখানে একই ধরনের বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র কাজের চাপে পিষ্ট ও অনাহারক্লিষ্ট 'সাধারণ' শ্রমজীবী মানুষের ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে। কিন্তু সামাজিক কাজ পরিচালনার পদ্ধতি ইতিমধ্যেই আমাদের আয়ত্তে এসে গেছে। শুধু আমাদের পুঁজিপতিদের উৎখাত করতে হবে, সশস্ত্র শ্রমিকদের দ্বারা লৌহদৃঢ় হস্তে এই শোষকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে হবে, আধুনিক রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে— তাহলেই আমরা পেয়ে যাব 'পরগাছা'মুক্ত সুসজ্জিত দক্ষ একটি ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থাটি ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকরা নিজেরাই খুব ভালো ভাবে চালাতে পারবে। তারা প্রযুক্তিবিদ, ফোরম্যান ও কেরানিদের নিয়োগ করবে এবং তাদের 'সকলকে', বস্তুত সাধারণভাবে 'সমস্ত' 'রাষ্ট্রীয়' কর্মচারীদের সাধারণ শ্রমিকের সমান মজুরি দেবে। এই হল সমস্ত ট্রাস্টের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট, বাস্তব কর্তব্য যা এখনই পালন করা সম্ভব, যা শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ থেকে মুক্ত করবে এবং (বিশেষ করে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে) কমিউন ইতিমধ্যেই যা করতে শুরু করেছিল তা বিবেচনায় রেখে কাজ করবে।

আমাদের আশু লক্ষ্য হল সশস্ত্র সর্বহারার নিয়ন্ত্রণে ও নেতৃত্বে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে এমনভাবে ডাক বিভাগের মতো করে সংগঠিত করা যাতে প্রযুক্তিবিদ, ফোরম্যান, কেরানি সহ সমস্ত কর্মচারীরা 'শ্রমিকের মজুরি'র চেয়ে বেশি বেতন না পায়। এই রকম অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এমন একটি রাষ্ট্রই আমাদের প্রয়োজন। এমন রাষ্ট্রই প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাকে রক্ষা করে সংসদীয় ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটাবে। এতেই বুর্জোয়াদের হাতে এইসব প্রতিষ্ঠানের যে বিকৃতি ঘটে, তা থেকে শ্রমিক শ্রেণি মুক্ত হবে।

(চলবে)

* **নৈরাজ্যমূলক সিন্ডিকালবাদী (অ্যানার্কো-সিন্ডিকালিস্ট) মতবাদ ঃ** নৈরাজ্যবাদ ও সিন্ডিকালিস্ট মতবাদের এক খিচুড়ি বিশেষ। এই মতবাদের সমর্থকরা রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রয়োজন স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, ট্রেড ইউনিয়নই হচ্ছে সংগঠনের একমাত্র রূপ, ধর্মঘটই হচ্ছে শ্রমিকদের সংগ্রামের একমাত্র রাস্তা। মার্ক্স-বিরোধী ফরাসি নৈরাজ্যবাদী প্রুধোঁর মতামতের উপর ভিত্তি করে এই মতবাদ গড়ে ওঠে।

জব কার্ড দুর্নীতিতে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিও কম যায় না

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একশো দিনের কাজ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ এখন মানুষের মুখে মুখে। যারা এই প্রকল্পের হালচালের খবর এতটুকুও রাখেন, অভিযোগের সত্যতা নিয়ে অন্তত তাদের মনে কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়। যে প্রকল্পের বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নেই, তেমন প্রকল্প দেখিয়ে টাকা তোলা হচ্ছে, কিংবা যতজন কর্মী কাজে লেগেছে, তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় খাতায়-কলমে দেখানো হয়েছে, এমন ঘটনা ভুরি ভুরি প্রকাশ পাচ্ছে। কর্মীদের জবকার্ড জমা রেখে শুধু টিপছাপ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, জবকার্ড আছে অথচ কার্ডধারীর কোনও অস্তিত্ব নেই, এমন অভিযোগও বহু। স্বাভাবিক ভাবেই বরাদ্দ অর্থের এমন নয়ছয়ে দরিদ্র মানুষেরই ক্ষতি সবচেয়ে বেশি। ন্যায্য প্রাপ্য থেকে তারা বঞ্চিত হন। স্বাভাবিক ভাবেই এই দুর্নীতি এখনই বন্ধ হওয়া দরকার।

কিন্তু বন্ধ করবে কে? রাজ্য সরকার শোনামাত্র উড়িয়ে দিচ্ছে এমন অভিযোগ। প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের। দুর্নীতি বন্ধের দায়িত্ব এমন অবস্থায় তাদের উপরই এসে বর্তায়। দুর্নীতিগ্রস্ত অপরাধীদের শাস্তি এবং দুর্নীতির সুযোগ বন্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়াই এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম করণীয়। কিন্তু দুর্নীতি হচ্ছে বলে সারা রাজ্যেই প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া বা কাজ হয়ে যাওয়া প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা কোনও দায়িত্বশীল সরকারের কাজ হতে পারে কি? যে কোনও বিবেচক মানুষ বলবেন, কোনও দায়িত্বশীল সরকার এমন কাজ করতে পারে না। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ঠিক এই কাজটিই করছে।

বর্তমান অর্থবর্ষে (২০২২- '২৩) কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কর্মসংস্থান যোজনায় পশ্চিমবঙ্গকে একটি পয়সাও দেয়নি। ফলে এ রাজ্যের হাজার হাজার গরিব মানুষ কাজ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ এই প্রকল্পে ৭৫০৭ কোটি টাকা পেয়েছিল। এ বছর মোদি সরকারের বঞ্চনায় রাজ্যের হাজার হাজার গরিব মানুষ কার্যত অনাহারের সম্মুখীন। অভিযোগ তদন্ত করে তার ভিত্তিতে শাস্তি দ্রুত হওয়া দরকার। সে কাজে তৎপর না হয়ে টাকা আটকে রাখা কেন?

তাছাড়া এই অভিযোগ যাঁরা তুলছেন, সেই বিজেপি নেতারা আয়নায় নিজেদের মুখগুলি দেখেছেন কি? ৫ ডিসেম্বর মোদি সরকারের কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, উত্তরপ্রদেশে জব কার্ড বাতিল হয়েছে সবচেয়ে বেশি। উত্তরপ্রদেশ বিজেপি শাসিত রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের এই রাজ্যে ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে ২ লাখ ৯৬ হাজার ৪৬৪টি জব কার্ড বাতিল হয়েছে। ওড়িশায় বাতিল হয়েছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার, বিহারে প্রায় ৮০ হাজার, অসমে প্রায় ৮ হাজার। পশ্চিমবঙ্গে বাতিল হয়েছে ৫২৬৩টি। জব কার্ড দুর্নীতি যে সর্বভারতীয় চরিত্র নিয়েছে তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদির রাজ্য গুজরাটও রয়েছে। গুজরাটেও বাতিল হয়েছে প্রায় ৩৮০০টি কার্ড। কিন্তু তার জন্য কি এইসব রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী টাকা দেওয়া বন্ধ করেছেন?

দুর্নীতি নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের গলা ফাটানো প্রচার দেখে কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন, চালুনি কী ভাবে করবে ছুঁচের বিচার? কিন্তু ছুঁচ বা চালুনি যাই হোক, দুর্নীতির ছিদ্রপথ কেন এবং কীভাবে তার ব্যাস বাড়িয়েই চলেছে? ভুয়ো জব কার্ড করার সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মী এবং শাসকদলের প্রভাবশালীদের যোগসাজশ ছাড়া কি এটা ঘটতে পারে? ভুয়ো জব কার্ড বাতিল করা অবশ্যই জরুরি। কিন্তু এটাই কি যথেষ্ট? নাকি এর সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মী ও শাসকদলের হোমরা চোমরাদের চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতে শাস্তি জরুরি? কতজনকে শাস্তি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী?

দুর্নীতির সূচকে কোন রাজ্য কোথায় অবস্থিত, কোন রাজ্যে দুর্নীতি বেশি, কোন রাজ্যে কম— তার পরিসংখ্যানগত মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু গুরুতর প্রশ্নটি হল দুর্নীতি সর্বব্যাপক রূপ নিতে পারছে কী করে? বাস্তবে এর নেপথ্যে রয়েছে এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তা থেকে উদ্ভূত মানসিকতা। এই মানসিকতা এমনকি দরিদ্র মানুষের ক্ষুধার অন্ন কেড়ে খেতেও দ্বিধা করে না, এই মনোভূমিতেই পল্লবিত হচ্ছে দুর্নীতির বিষবৃক্ষ এবং তা আজ প্রায় সার্বজনীন চরিত্র অর্জন করে ফেলেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস, উত্তরপ্রদেশে বিজেপি, ওড়িশায় বিজেডি, বা অন্য রাজ্যে যারাই ক্ষমতায় রয়েছে তারা প্রত্যেকেই দুর্নীতির পাঁকে ডুবে। জব কার্ড দুর্নীতি তার একটা অংশ মাত্র। কেন্দ্র এবং রাজ্যের প্রতিটি শাসক দল দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ক্ষমতায় বসে দুর্নীতির উৎস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যারা সেবা করছে তারা প্রত্যেকেই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হচ্ছে। বিজেপি পুঁজিবাদের অন্যতম প্রধান সেবক। স্বাভাবিকভাবেই তার শাসিত রাজ্যে দুর্নীতির বহর যথেষ্ট বেশি। এই বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার কোন অধিকারে ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের টাকা আটকায়? মানুষের দাবি— দরিদ্র, কর্মহীন মানুষের স্বার্থে তারা দুর্নীতির তদন্ত করে অভিযুক্তদের শাস্তি দিক এবং একই সঙ্গে বরাদ্দ টাকাও মঞ্জুর করুক।

জীবনাবসান

এসইউসিআই(সি)-র জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির অফিস সম্পাদক এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড সমসের আলি ২৮ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। এই অকালমৃত্যুতে দলের কর্মী-সমর্থক-দরদি-আত্মীয়স্বজন এবং তাঁর অগণিত শুভানুধ্যায়ী সকলেই গভীর শোকে ভেঙে পড়েন।

কমরেড সমসের আলি ১৯৮২ সালে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে পড়ার সময় ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সাথে যুক্ত হন এবং মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। চরম পারিবারিক অভাব অনটনের মধ্যেও তিনি দলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সর্বক্ষণের কর্মীতে পরিণত হন। এর পর দীর্ঘ দিন তিনি ধূপগুড়ি ব্লকে সংগঠন বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অন্য দলের নেতাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে এক-দু'জন সহকর্মীকে নিয়ে সংগঠন বিস্তারে নিমগ্ন হন। নিশ্চিত আর্থিক সচ্ছলতা এবং সরকারি চাকরির সুযোগ উপেক্ষা করে আপাত কষ্টকর বিপ্লবী জীবনকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেন। তাঁর এই সংগ্রাম শুধুমাত্র দলের কর্মীদেরই আকৃষ্ট করেছে তাই নয়, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলেও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

কমরেড সমসের আলি তাঁর দরদি এবং সংবেদনশীল মন নিয়ে সমস্ত স্তরের, এমনকি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সাথে অবাধ মেলামেশায় অগণিত মানুষের আপনজন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষে ৭ ডিসেম্বর ধূপগুড়ি শহরে কমরেড সমসের আলি স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল, এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম দলের ধূপগুড়ি ব্লক সম্পাদক। স্মরণসভায় উপস্থিত তিন শতাধিক সাধারণ মানুষ চোখের জলে কমরেড সমসের আলিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কমরেড সমসের আলির অকালমৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ নেতাকে, জনগণ হারাল তাদের প্রিয়জনকে।

কমরেড সমসের আলি লাল সেলাম

এআইএমএসএস-এর রাজনৈতিক ক্লাস

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ১৫-১৭ ডিসেম্বর রাজনৈতিক ক্লাস পরিচালিত হয় ঘাটশিলার মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ শিক্ষাকেন্দ্রে। 'বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি' এবং 'মহিলা কর্মীদের কর্মপদ্ধতি প্রসঙ্গে'— বই দুটি নিয়ে চারটি পর্বে ক্লাসে আলোচনা হয়। ক্লাসটি পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (সি)-এর পলিটবুরো সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে চারশো জন প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন এআইএমএসএস-এর রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, সম্পাদক কমরেড কল্পনা দত্ত এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি ও সভানেত্রী কমরেড কেয়া দে। ছিলেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুরূপা দাস। দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ক্লাসের শেষ পর্বটিতে উপস্থিত হয়ে, নিজেদের বিপ্লবী আন্দোলনের উপযোগী করে গড়ে তোলার আবেদন জানান প্রতিনিধিদের।

দিল্লিতে স্কিম ওয়ার্কারদের বিক্ষোভ সমাবেশ

স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার নেতৃত্বে ১১ ডিসেম্বর দিল্লির যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভ অবস্থান ও বিভিন্ন দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড ডে মিল এবং এনআরএলএম দপ্তরে প্রতিনিধিরা ডেপুটেশন দেন। বিভিন্ন স্কিমের ১৫টি রাজ্য থেকে হাজার হাজার কর্মী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁরা দাবি তোলেন, সমস্ত স্কিম ওয়ার্কারদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দিয়ে ন্যূনতম বেতন ৩৬ হাজার টাকা দিতে হবে, কর্মীদের অবসরকালীন বয়স ৬৫ বছর এবং অবসরকালীন ভাতা ৫ লক্ষ টাকা ঘোষণা করতে হবে, কর্মরত অবস্থায় কোনও কর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা সাহায্য দিতে হবে, স্কিমের বরাদ্দ কমানো চলবে না, মিড ডে মিল কর্মীদের ১০ মাস নয় ১২ মাসের বেতন দিতে হবে প্রভৃতি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

নির্বাচনী ব্যবস্থার আপাত নিরপেক্ষতাও
বিলোপ করছে বিজেপি সরকার

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৪ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, যে অগণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী কায়দায় বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ১২ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের বিল 'চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যান্ড আদার ইলেকশন কমিশনারস (অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কন্ডিশিনস অফ সার্ভিস অ্যান্ড টার্ম অফ অফিস) বিল ২০২৩' পাশ করিয়ে নিয়েছে, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। এতদিন এই নিয়োগের সার্চ কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং ভারতের প্রধান বিচারপতি থাকতেন। কিন্তু নতুন বিলে কমিটি থেকে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বদলে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত একজন মন্ত্রী কমিটিতে স্থান পাবেন। এই আইনের দ্বারা সরকার চরম ঔদ্ধত্যের সাথে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে পছন্দের লোককেই কেবলমাত্র এই পদে বসানোর ব্যবস্থা করে নিল। ফলে বহু ধরনের কারচুপির মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই বহুলাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত নির্বাচনী ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা আরও ক্ষয়ের পথে যাবে।

বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ দেখিয়ে দিল নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতার অবশেষটুকুও মুছে দিতে তারা কতটা মরিয়া। এর ফলে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে যতটুকু ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা ছিল তা বিলুপ্ত হবে। এই পদক্ষেপ গণতন্ত্রের একেবারে ন্যূনতম ধারণাকেও পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেবে। দেশে ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করার পথে সরকার আরও এগিয়ে গেল।

এই পরিস্থিতিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, এই চরম অগণতান্ত্রিক আইনের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলুন। এই ফ্যাসিস্ট আইন প্রত্যাহার করতে বিজেপি সরকারকে বাধ্য করুন।

উত্তরাখণ্ডে ৫ দিনের মেডিকেল ক্যাম্প

সমাজ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সর্বভারতীয় সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার (এমএসসি) ১৯৭৭ সালে তার জন্মলগ্ন থেকেই দেশের প্রতিটি প্রাকৃতিক কিংবা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে

মেডিকেল ক্যাম্প সংগঠিত করে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে থাকে।

২০১৩ সালে কেদারনাথের বিপর্যয়ে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল এই সংগঠন। তারপরেও প্রতি বছর সে রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে চিকিৎসা শিবির করে তারা।

কেদারনাথ বিপর্যয়ের দশম বর্ষপূর্তিতে এ বছর ২৫-২৯ নভেম্বর ৫ দিন চিকিৎসা শিবির সংগঠিত হয় উত্তরাখণ্ডের ধারমোলা, ভিরি, পেলিং, বিরাও-দেওয়াল, রাতুরা, শ্রীনগর, গাড়ওয়াল এবং দোভ শ্রীকোট নামক গ্রামগুলিতে। ক্যাম্পে পরিষেবা দেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সদস্য ডাঃ অনুপ মাইতি, ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডাঃ হরিকৃষ্ণ মাইতি, ডাঃ নরেশ কুমার, ডাঃ ধ্রুব, ডাঃ ফারোজা ফিরদৌস, প্যারামেডিকেল স্টাফ রাজকুমার, নার্সিং অফিসার ভাস্বতী মুখার্জী, উন্নতি চ্যাটার্জী, পলি রায় এবং ডঃ মহুয়া নন্দ প্রমুখ। এই ক্যাম্পগুলিতে ৯০০ রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হয় এবং ২৫০ জনের সুগার ও ৭০ জনের ইসিজি পরীক্ষা করা হয়।

শিবিরগুলি সফল করতে স্থানীয় মানুষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

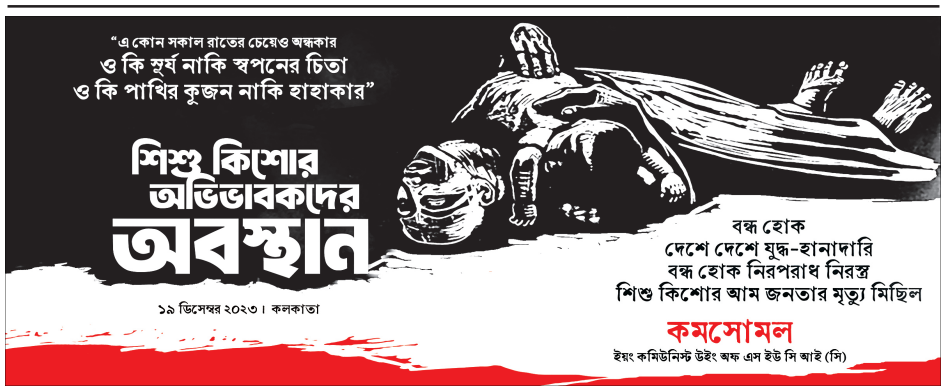

জাতীয় শিক্ষাক্রম বাতিলের দাবিতে
বাংলাদেশে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

বাংলাদেশে জনস্বার্থবিরোধী 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১' বাতিলের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ৫ লক্ষ 'গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান'-এর উদ্বোধনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল ৫ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদের সঞ্চালনায় এবং সভাপতি সালমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। সমাবেশে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক তানজিমউদ্দিন খান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), 'শিক্ষা ও শিশু রক্ষা আন্দোলন' (শিশির)-এর আহ্বায়ক শিক্ষাবিদ রাখাল রাহা এবং বাসদ (মার্ক্সবাদী) দলের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা।

গণস্বাক্ষরে দাবি রাখা হয়, ১) প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা পদ্ধতি তুলে দেওয়া চলবে না। প্রতি ক্লাসে লিখিত পরীক্ষা চালু করো। পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া চলবে না। ২) নবম-দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব কমানো চলবে না। ৩) ত্রিভুজ, বৃত্ত, চতুর্ভুজ ইত্যাদি চিহ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন পদ্ধতি বাতিল করো। নম্বরভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করো। ধারাবাহিক মূল্যায়নের নামে শিক্ষকদের হাতে নম্বর রাখা যাবে না। ৪) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পর পর দু'টি পাবলিক পরীক্ষা বাতিল কর। ৫) প্রতি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও সনদ প্রদানের সিদ্ধান্ত বাতিল করো।

রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে রাজ্য জুড়ে
স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে মোট ১২ দফা দাবি নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে পাঠানোর

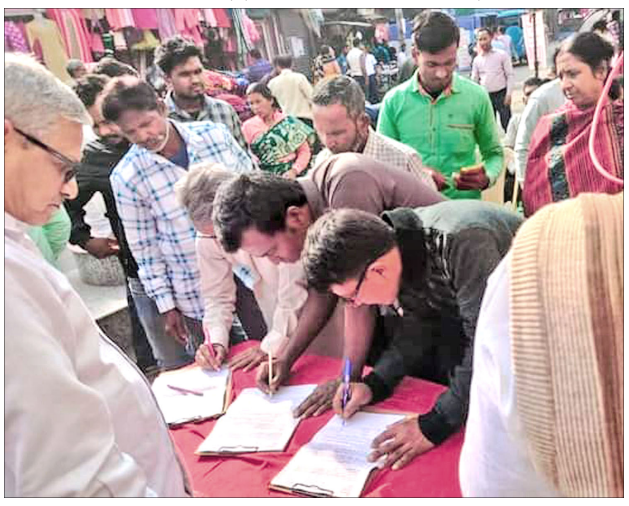

জন্য প্রত্যেকটি রাজ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে দলের পলিটবুরো সদস্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ১২ ডিসেম্বর এই স্বাক্ষর সংগ্রহের সূচনা করেন। কলকাতায় জেলা সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী শিয়ালদহ স্টেশন এলাকায় সই সংগ্রহ শুরু করেন। মূল্যবৃদ্ধি রোধ, জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি, বিদ্যুৎ আইন ও অরণ্য আইন বাতিল, মহিলা, দলিত ও সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতন বন্ধ, শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী শ্রমকোড বাতিল, চাষিদের ফসলের ন্যায্য দাম এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ব্যাপক দুর্নীতি রোধ সহ নানা দাবি নিয়ে এই স্বাক্ষর সংগ্রহ সারা রাজ্যে শুরু হয়েছে। সঙ্কট জর্জরিত সাধারণ মানুষ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের স্বাক্ষর দিচ্ছেন। আগামী কয়েক মাস ধরে চলবে এই স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান।

উপরে বাঁ দিকে রায়গঞ্জের ছবিতে উপস্থিত কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। ডানদিকে ক্যানিংয়ের ছবি

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com